উন্মাদ এবার হাসির পরীক্ষায় পাশ?

জুলাই, ১৯৯৯
উন্মাদ স্যাটায়ার ম্যাগাজিন। রেজিঃ নং - ডি এ ৬১২
৫০ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১১০০
http:\\www.bdworld.net\unmad

উন্মাদ

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
ইত্তেফাক হোসেন
কাজী খালিদ আশরাফ

সম্পাদক / প্রকাশক
আহসান হাবীব

নির্বাহী উন্মাদক
কাজী তাপস

প্রকাশনা পরিচালক
সাগর খন্দকার

সহযোগী উন্মাদক
মুস্তাফিজুর রহমান
আজিজুল আবেদীন

সহকারী উন্মাদক
জুলকারিন জাহাঙ্গীর

কমার্শিয়াল ম্যানেজার
হিল্লোল মাহমুদ

বিভাগীয় প্রধান নির্বাহী ➢ সাজ্জাদ কবীর

অংকন বিভাগ	পরিকল্পনা বিভাগ	লেখালেখি বিভাগ	কম্পিউটার উপদেষ্টা	কম্পিউটার গ্রাফিকস্
তারিকুল ইসলাম শান্ত	হাসান খুরশীদ রুমী	রোমেন রায়হান	জুনুনুর রহমান	জাফর সাদেক মাহমুদ
তানভীর ইবনে কামাল	ইলিয়াস খান	ওবায়দুল গণি চন্দন	সাজ্জাদ আলী খান	
মেহেদী / রবি	সুলতানুল ইসলাম	মাহবুবুল আলম মাসুদ		
সৈয়দ সাইদ	জাহাঙ্গীর আলম ইরেন			

শিল্প নির্দেশনা ❍ মোঃ আরিফ হোসেন

উন্মাদে ব্যবহৃত সব চরিত্রের নাম নিতান্তই কাল্পনিক। বিদ্রুপ ছাড়া কারো নামের সাথে বা মুখাবয়বের সাথে মিল সহসা ঘটনাচক্রের সংঘটন মাত্র। এই পত্রিকা কেবলমাত্র বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ পাঠকদের জন্য। যদি সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোন কিছু অনুধাবন করে বা করার চেষ্টা করে তাহলে তা তার একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তা বলিয়া গণ্য হইবে। তার জন্য সম্পাদক / প্রকাশককে কোনক্রমেই দায়ী করা যাবে না।

কম্পোজ ঃ উন্মাদ কম্পিউটার ও মুদ্রণে ঃ মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজার্স, ১২ বনগ্রাম লেন, ঢাকা।

UNMAD Satire magazine Rg. No.- D.A. 612

দেশের একমাত্র বানান ভুল সর্বস্ব পত্রিকা

চিঠিপত্র না প্রেমপত্র

প্রিয় উন্মাদ,

ভালোবাসা জানবেন। কার্টুন মানে সামাজিক সংগ্রাম। যেমনঃ টি.ভি কার্টুন 'মিনা'। আপনারা টয়লেট পেপারের ব্যাবহারের প্রসঙ্গে কার্টুন দ্বারা বিজ্ঞাপন বা প্রচার করতে পারলে সমাজের বিশেষ কল্যান হতো। জেলখানাতে, বস্তিতে, রাস্তা বা ফুটপাতের মানুষরা টয়লেট পেপারের ভক্ত। অথচ, বড়লোকদের বাড়ীতেও টয়লেট পেপার নেই। একটা বাড়ীতে দেখলাম পলিথিনের ব্যাগে রাখা টয়লেট পেপার। দেশের একমাত্র নিয়মিত কার্টুন পত্রিকা হিসাবে বিশাল দায়িত্ব রাখে। ডাইরিয়ার রুগীদের জন্য এটা দরকারি। তাছাড়াও ড্রাইভাররাও দীর্ঘ যানজটে বসেও টয়লেট পেপার দিয়ে তরল কাজটা সারতে পারেন। এসব দায়িত্ব সমাজ কল্যানের স্বার্থেই আপনাদের নেয়া উচিৎ।

নিবেদক,
শুভাশীষ (লেখক)
২৫, বসুবাজার, দয়াগঞ্জ,
ঢাকা-১১০০

উন্মাইদ্যা,

পরথমে পঁচা বাসি গ্যান্দা ফুলের দুর্গন্ধ নিস। তা আছস্ কেমন/ অনেকদিন হইল তর কোন খবর জানিনা। তুই কি এখনও উন্মাদ আছস্ না ভাল হইয়া গেছস্। খবরদার কইলাম ভাল হওনের চেষ্টাও করিস না। তাইলে কিন্তু আমি আইসা তরে পিটানি দিমু। শোন্ এখন থাইকা আমি তর কাছে মাঝে মধ্যে গল্প কবিতা পাঠামু। তুই কইলাম ছাপাবি। না ছাপাইলে তর দাঁত দুইখান পুতা দিয়া গুঁতা মাইরা একেরে ভাইঙ্গা ফালামু। আর একটা কথা এখন থাইকা পাবনা যাওনের আগে আমারে জিজ্ঞেস কইরা যাবি। তুই উন্মাদ থাইকা উন্মাদতর, উন্মাদতম হ। এই দোয়া করি।

ফাহমিদা আফরোজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উন্মাদের প্রতি ভালবাসা

খায়রুন নাহার পলি

উন্মাদ তোমায় আমি ভালবাসি
ভালো লাগে তোমার ঐ মধুর হাসি।

উন্মাদ তোমায় আমি ভালোবাসি
তোমায় না পেলে পড়ব ফাঁসি।

উন্মাদ তোমায় আমি ভালবাসি
কিনে দিবো তোমায় একটা কালো খাসি।

উন্মাদ তোমায় ভালবাসি
তুমিই আমার জীবন নাশি।

উন্মাদ তোমায় ভালবাসি
জানে জানুক বিশ্ববাসি।

প্রিয় উন্মাদ,

আমার সালাম নিবেন। আমার নাম রবিন। আমি নিয়মিত উন্মাদ পড়ি। আমি একটি কৌতুক পাঠালাম। কৌতুকটি হল ঃ

স্কুলে এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে হঠাৎ করে এসে মেরে বলে কি, দোস্তো কিছু মনে করেছিস্। অপর বন্ধুটি বলে দোস্ত মনে করি নাই, কিন্তু mind করেছি।

ইতি
রবিন।

ঘরে বসে **উন্মাদ ডাইজেস্ট** পেতে হলে আজই ৬৫ টাকা মানিঅর্ডার করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

৫০ টিপুসুলতান রোড, ঢাকা -১১০০

"উন্মাদ পাঠক ফোরাম"

আমরা আনন্দের সংগে জানাচ্ছি যে, গত এপ্রিল মাসে উন্মাদ পাঠকদের নিয়ে "উন্মাদ পাঠক ফোরাম" গঠন করার পর বেশ কিছু চিঠি আমাদের হাতে পৌঁছেছে। সকলেই আমাদের ফোরামের সদস্য হতে তাদের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেছে। আমরাও চাই আমাদের এই ফোরামকে দেশ ব্যাপী বিস্তৃত করতে। আর এ জন্য প্রয়োজন সকল পাঠকদের একান্ত সহযোগীতা। জ্ঞানী জনরা বলেন-পৃথিবীতে সবচেয়ে নিরপেক্ষ হল উন্মাদ বা পাগলরা। আর বর্তমানে আমাদের দেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে বাস করতে হলে নিরপেক্ষ থাকা একান্ত জরুরী। তাই নিয়েই আমাদের এই উন্মাদ পাঠক ফোরাম। তাই যে সকল বন্ধুরা আমাদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উন্মাদ হতে চান তারা '১৩৩'তম উন্মাদ সংখ্যার যেখানে '১৩৩'লেখা আছে সেই অংশটি আমাদের কাছে কেটে পাঠিয়ে দিন এবং সংগে আপনার বিস্তারিত তথ্যাদি দিতে অবশ্যই ভুলবেন না। ফোরামের সকল সদস্যের নাম 'উন্মাদ' পত্রিকার মাধ্যমে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হবে। বন্ধুরা আরো একটি মজার সংবাদ হল অচিরেই আমরা "উন্মাদ পাঠক ফোরাম"এর ১ম কাউন্সিল করতে যাচ্ছি। তাই সকলেই ঝটপট সদস্য অর্থাৎ উন্মাদস্য হয়ে যান। আমাদের ঠিকানা নিম্নে

পলাশ মাহবুব
উন্মাদকস্য (উন্মাদের শিষ্য)
উন্মাদ পাঠক ফোরাম
প্রযত্নেঃ লুনা ভিলা,১৪৬,চরেরহাট,
খলিশপুর,খুলনা-৯০০০।

বিশ্বকাপ

মোস্তাক মাহমুদ

বিশ্বকাপের উন্মাদনা
ভুলে গেছি খানাপিনা
তবুও নাই রক্ষা
চোখ বুজলেই স্বপ্নে দেখি
মারছি কেবল ছক্কা।
সকাল বেলা পেপার খুলে
পড়ি খেলার পাতা
তথ্য ডাটায় ভরতে থাকি
বিশ্বকাপের খাতা।

কাজকর্ম ফাঁকি দিয়ে
দেখি শুধু টিভি
মনের ক্ষোভে ঘর ছেড়েছে
একমাত্র বিবি।

বিবি গেছে ফিরবে আবার
কারেন্ট যেন থাকে
তানাহলে চলে যাব
পর পাড়ের ডাকে।

খালি বাসায় ব্যাট হাতে নেই
আমি তখন লারা,
সামনে যা পাই চলতে থাকে
চার-ছক্কা মারা।

এইযে চাম্‌উন্মাদ,

এইবার বুঝি আর তোর শেষরক্ষা হইবোনা। ধরা খায়া গেছস্। এতোদিনতো দিব্যি উন্মাদনার দিব্যি দিয়া কি এক ছলনায় বাংলার সরল সোজা তথাকথিত উন্মাদগুলারে ভুলায়া ভালায়া হাসির মুলা ঝুলায়া বহুত কামায়া কামিয়াব হইছস্। কিন্তু এইবার পাবলিকের দিক্ ঠিক হয়া গেছে। আগে মাথায় তর টিকির মতো উকি দিছি-'এইডা আবার কেমুন উন্মাদ, ট্যাকা চিনে ঠিকই। হালায় জাতে খুড়ি, ভানে মাতাল তালে ঠিক।' আর এই ক্ষোভে অরা তর উপরে এমুন ক্ষ্যাপা ক্ষেপেছে যে, সবগুলা এহন, উন্মাদ থিকা বোদ্ধ উন্মাদে পরিণত হইছে। এইবার আর তর রক্ষা নাই। বাধ দিয়াও যেমুন বন্যা থিকা রক্ষা পাওয়া যায় নাই, তেমন তুইও তর নাবেচা উন্মাদের মতো পুরান কপি দিয়া চাইরদিকে বাধ দিয়াও রক্ষা পাবিনা। সুতরাং বাঁচতে (আসলে আরো তাড়াতাড়ি মরতে) চাইলে আমা'র টয়লেটে আয়া আত্মগোপন কর। ইচ্ছা হইলে আত্মহত্যা কর্।

ইতি- বদ্ধাউন্মাদের বদ্ধোবন্ধু
বাতেন ওরফে বাতুউন্মাদ

না পাওয়া বেদনা

এস, আহমেদ

কাননের ফুল কাননেই ঝরে
পড়ে না তবু কারো নজরে।
গোলাপের রংগে রাংগিয়ে এ মন
কতই না ভালো লাগে
দেখিতে স্বপন।

স্বপ্নের কালে আছে
আনাবিল সুখের সম্ভার
বাস্তব পারে শুধু নীরবে কাঁদাবার।

পৃথিবীকে আমি
পারিনি তো বোঝাবার
না পাওয়া বেদনা
কত বেদনার।

কী করে বুঝিবে সে
যাতনা আমার।
স্বর্গ কে চাই নিতে কুড়ে
রয় সে আমার চাওয়া হতে দুরে।

বোঝাবো আমি কারে
ভালোবাসি তারে
আমার এই ভালোবাসা
কেউ তো বুঝতে চাহে নারে।

কার আছে সে প্রাণ
শুনিবে আমার গান
বকুলের মালা
দেব আমি কারে
কে এত সুন্দর
সাজাবে আমায় সুন্দরে।

নয়নের তুলি দিয়ে
ছবি আঁকি যার
আসিবে কী সে
ভুবনে আমার
নাকি এ জীবন
আজীবন বেদনার।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উন্মাদ বোর্ড, হেমায়েতপুর

উন্মাদ ২য় পত্র (রচনা মূলক)

সময় ঃ ২ঘন্টা **পূর্ণমান ঃ ৫০**

১/ যে কোন একটির উত্তর দাও ঃ- ১ ৫ = ৫

ক) উন্মাদ পড়িয়া তোমার কেমন হাসি পায় তাহা জানাইয়া তোমার বন্ধুর নিকট একখানা পত্র লিখ।

খ) উন্মাদের দাম কমানোর জন্য সংবাদ পত্রে একখানা আবেদন পত্র লিখ।

২/ বাংলায় অনুবাদ একটি ১ ৫ = ৫

A madness paper is a store house of knowledge we can know the condition madcap of other countries of the world from a madness paper. It is, in fact, the summury of all current insanity.

৩/ ভাবসম্প্রসারন - যে কোন একটি ১ ১০ = ১০

ক) উন্মাদের মৃত্যু নাই।

খ) প্রাণ থাকিলেই প্রানী হয়, জ্ঞান না থাকিলেই উন্মাদ হয়।

৪/ সারমর্ম লিখ একটি ১ ১০ = ১০

উন্মাদ কেন তুমি এতই কৃপন?
কত খোঁজা খুজি করি
তবুও পায়না সামান্য হাসি।
কেন যে পকেট থেকে টাকা খসাও
বিনা টাকায় উন্মাদ দিলে কি তাহাতে ক্ষতি?
শুনিয়া ইষৎ হাসিয়া কন উন্মাদ
তোমার টাকা তাহে সামান্যই বাড়ে
আমার টাকা তাহে একেবারেই ছাড়ে।

৫/ রচনা লিখ যে কোন একটি ২০ ১ = ২০

ক) বাধ্যতামূলক উন্মাদ পড়া, খ) উন্মাদের মূল্য, গ) তোমার প্রিয় উন্মাদ, ঘ) বাংলাদেশের উন্মাদ সমস্যা, ঙ) উন্মাদের মর্যাদা।

সৌজন্য ঃ তানিম আহমেদ
৩৯৭, মধুবাগ, মগবাজার ঢাকা।

বরাবর,

প্রধান প্রেমিকা,
প্রেমকানন শিক্ষানিকেতন, হৃদয়ভাঙ্গা, ০০০
বিষয় ঃ- স্থায়ী প্রেমিকপদে নিয়োগ প্রার্থনা।

জনাব,

অযথানিহিত আকর্ষণপূর্বক নিবেদন এই যে, আমি আপনার 'কামনাসিদ্ধি বিদ্যা' বিভাগের শেষবর্ষের ছাত্র। এযাবৎকাল অনুষ্ঠিত প্রেমের সকল কোর্ট-নাইট পরীক্ষায় কৃতীত্বের সাথে উত্তীর্ন হইয়া আজ এ অবেলায় তোমার (থুক্কু; আপনার) ভালোবাসার ইয়ার-ফাইনালে চোখে সরিষার ফুল দেখিতেছি। কারণ আমি একজন প্রেমের বেকার। আমার তিন তিনজন বোন বর্তমানে 'রমনা ভ্রমনে' এম.ফিল করিতেছেন। অপরদিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'প্রেমে স্যাকারিন' - সাবজেক্টটির উপর থিসিস পেপার জমা দিয়াও 'প্রণয়-অনার্সে' কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাই এহেন দূর্দশায় আমার পৌর পিতার পক্ষে এই বিশাল 'রোমান্টিক পরিবারের' ভরনপোষনের পাশাপাশি আমার 'প্রেমাগ্নি পরীক্ষার' উচ্চ ফিস্ (তথা আপনার চাওয়া মোবাইল সেট) প্রদান আপাতত সম্ভব নয়। অথচ আমার এই প্রেমানবিশ দেবদাস জীবনের হাহাকার ঘুচাইয়া একজন ঘরজামাই প্রেমিক পদে নিয়োগ প্রাপ্তি অতীব জরুরী।

অতএব, ডার্লিং এর নিকট বিনীত প্রর্থনা আপনি আমাকে পরীক্ষার সকল ফিস্ মওকুফ পূর্বক অতিসত্তর আপনার প্রেম প্রতিষ্ঠানে আপনারই প্রেমিক পদে চিরস্থায়ী নিয়োগদানে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক,
'মজনু' বিন 'ফরহাদ' (রোমিও)
মানবী প্রেম ও ছ্যাক খাওয়া গ্রুপ
'কামনাসিদ্ধি' বিভাগ, পিরিত বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজনৈতিক কার্টুন ১
শিল্পী : মেহেদী
আন্দোলন

টেলিবিভিষনের ভুতের সিরিয়াল অদেখা ভূবন অবশেষে কর্মচারীদের আন্দোলনের কারনে না দেখাই থেকে গেল...তাই উন্মাদের পাতায় এই না দেখা ভূবন

আপনের স্বামীর আগে একটা বিয়া ঠিক হইছিল... হেরে বিয়া না করায় হেই মাইয়া পানিতে ডুইবা সুইসাইড খাইছে...
তখন কি করে ওকে বিয়ে করি বল? তখন আমার বি. এ. পরীক্ষা চলছিল...
তা দুটোতেইতো ফেল করেছ...
ওরে বাবা ভূউউউত!!
ভূত না আমিই মেইন নায়িকা এখনো মেকাপ নেইনি কিনা...
ঝনন্‌ন্‌....!
আবার কি ভাংলো?
একি?? আপনারা এখানে কেন? আপনারাতো এই এপিসোডের না...!
না আইসা উপায় আছে? বুড়াবুড়ির নাটক কে দেখে...তাই এখানে...
তাছাড়া ঢাকাই ছবির নায়কদের প্যাঁদানী খেতে খেতে অবস্থা কেরোসিন!

চল ঢাকা ফিরে যাই
ফিরে গিয়ে হবেটা কি শুনি পিক আওয়ারে প্যাকেজ নাটক বন্ধ...
সেজন্যইতো দর্শকরা টিভিতে আমাদের কম দেখছে বলে রাস্ত-ঘাটে দেখলে ইট-পাটকেল ছুড়বে না...
ঐ বাচ্চা মেয়েটাকে মারছো কেন? ওতো আর আমাকে ভয় দেখায় না...
আরে না ও দেখছো না আমাদের থেকে ভাল অভিনয় করতে শুরু করেছে..
একি? তুমি এখনো মেকাপ নাওনি?
হেঁ নাঁ আঁমি আঁসল ভূঁত... আঁমাঁরে আঁপনাগো নাঁটকে নিবেঁন?
কি কি??
ওরে বাবা!!
আঁমগো নাটকে নাঁ নিলে এই গ্রাঁমে স্যুঁটিং কঁরতে দিমুঁনা... দিমুনাঁ !
কাম সারছে একদিকে ভূত, আরেক দিকে টিভির ফোর্থ ক্লাস এ্যামপ্লোয়ি... মাইনক্যা চিপায় পড়ছি...
আরে রাখ স্যুটিং ... নাটক প্রচার হইতেই দিমু না...

দৈনন্দিন জীবনে একটু খেয়াল করলে আমরা দেখব কারো তেল কমেছে কারোবা তেল বেড়েছে। তো এই তেল কমা -বাড়া নিয়ে আমাদের এই ফিচার

ওবায়দুল গনি চন্দন

তেল কমছে...
তেল বাড়ছে...
ঢাকাই চিত্র পরিচালকদের তেল কমেছে কেননা তারা এখন আর ' কেন ' ছাড়া ছবি হিট করাতে পারে না...
আছিগো মা বিপদে...
মাঝখান দিয়ে চ্যানেল ব্যাবসায়িদের তেল বেড়েছে...
পরিবেশ দূষিত হচ্ছে কারনে স্কুটারওয়ালাদের তেল কিছু কমেছে...
আহেন ছার ১০ টাকা কম দিয়েন
টেক্সিওয়ালাদের তেল কিছু বেড়েছে...
TAXI
অব্যবস্থার কারনে সরকারি হাসপাতালের তেল কমেছে ...
মাঝখান দিয়ে অত্যাধুনিক ক্লিনিকওয়ালাদের তেল বেড়েছে..
ক্রস কানেকশন, ভূতুরে বিল এসবের কারনে টিএনটি ফোনের তেল কমেছে
ওয়াক!!
মাঝখান দিয়ে মোবাইলওয়ালাদের তেল বেড়েছে
দোস তুই কই?
আমি তোর পিছে

খালি

রোমেন রায়হান

প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে
বুঝি না করবো কি যে, উঠবো কি রেগে?
পায়ে পায়ে প্যাঁচ দিয়ে অপেক্ষা করি
চিৎকার করে বলি, শোন পায়ে পড়ি
তাড়াতাড়ি বের হও, বাথরুমে যাবো,
জানি নাতো বাথরুম কবে খালি পাবো!

'সীট খালি, সীট খালি' কন্ডাক্টর
বাসের গায়েতে জোরে লাগায় চাপড়।
কোনোদিনই পাইনাতো বাসে খালি সীট
যত করি চিৎকার 'ওহ্ বুলশীট!'
অফিস টাইমে থাকে বাসগুলো ভরা
যাতাযাতি করে উঠে, না উঠে কী করা!

রডে ঝুলে রোজ রোজ মতিঝিল নামি,
চাকরী খুঁজতে যাই প্রতিদিন আমি।
প্রত্যেক অফিসেই দিতে চাই হানা
দারোয়ান আটকায়, ঢোকা নাকি মানা!
চাকরীই খালি নেই নোটিশ টানায়
আমি পথে ঘুরি, যাকে যেথায় মানায়।

ক্লান্তিতে মাঝে মাঝে থামে পথ চলা
খুঁজে দেখি বেঞ্চি ও ছায়া গাছতলা
একটু জিরিয়ে নেবো যদি পাওয়া যায়
পার্কে পার্কে ঘুরি, ফলাফল, হায়!
খালি নেই খালি নেই অভাগার লাগি
দুই পা-কে টেনে টেনে চুপি তাই ভাগি।

রাত করে বাড়ি ফিরে চক্ষু চড়ক
বাড়ি থেকে ঢের ভালো ষ্টেশন, সড়ক।
আমার ভাগ্য দেখে লোকে হাসবেই
বাড়ি ভরা গেস্ট তাই বেড খালি নেই।
নির্মম পরিহাস, কপালটা পোড়া
বেড হলো তিনখানা চেয়ারের জোড়া!

আমি আর করবো কি! যা-ই খুশি হোক
এ সমাজে আমি এক খালি নেই লোক।
যা কিছু খুঁজি আমি সব কিছু ভরা
মরুভূমি মাঝে আর কিসের কি খরা!
খালি নেই কোথাও, আশা গুড়ে বালি
খালি নেই কিছু শুধু পকেটটা খালি।

জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, আমরা সামনে যা বলি আড়ালে তা বলি না... তাই নিয়ে এই ফিচার

সামনে আড়ালে

শিল্পীঃ তারিকুল ইসলাম শান্ত

সামনে যা বলি...
আড়ালে যা বলি...
সঙ্গীত পরিচালক
ওর গানের গলা সোনা দিয়ে বাঁধানো উচিৎ
দড়ি দিয়ে কষে বাধঁলেও মন্দ হয় না
রাজনৈতিক গডফাদার
আমার সাগরেদ যা বক্তৃতা দেয় জনগন মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে শোনে
তবে মুগ্ধতার ঘোর মানে ঘুম ভাঙ্গাতে যুদ্ধ করতে হয়।
চিত্র পরিচালক
আমার নায়িকার যা ফিগার...উহ্
তবে ক্যামেরায় পুরো ফিগার এলে হয়...
উন্মাদ পাঠক
অফ্! উন্মাদের যা বুদ্ধি... আর যা সেন্স অফ হিউমার
একেবারে সেন্সলেস হওয়ার জোগার...
উন্মাদ